জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

কৃষ্ণ বিষয়ক পরিবেশনা : প্রসঙ্গ বাঘের সিন্নি

সঞ্জীব কুমার দে*

Abstract

A special example of the non-communal identity of Bengal is its local performances. Theatre or Drama is one of them. Although the names of the religious performances differ or in some cases reveal the religious identity, its overall statement and its effect on the public mind affects people of all religions. To prevent or get rid of any natural calamity or wild animal attack, various types of rituals have been going on for thousands of years. In continuation of this, the performance of 'Bagher Sinni' focusing on defending oneself from the tiger's attack by performing Radha-Krishna's Leela emphasizes the indigenous aspect of Bengal.

ভূমিকা

বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই দেশ। বাংলাদেশের উত্তর সীমানা থেকে কিছু দূরে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমারের পাহাড়ি এলাকা। অসংখ্য নদ-নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ প্রধানত সমতল ভূমি। তবে এই আয়তন অর্জিত হয় ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে। বাংলাদেশ তার প্রাপ্ত বা অর্জিত আয়তনের চেয়ে বহুগুণ বেশি ধারণ করে তার স্থানীয় ঐতিহ্যকে। আর এই ঐতিহ্য কোনো দিন বা সাল দ্বারা নির্ধারিত নয়। 'প্রাচীন বাংলা ছিল বহু বিস্তৃত এবং বিভিন্ন জনপদকেন্দ্রিক অঞ্চলে বিভক্ত, যা আবার প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক সীমায় যুক্ত ছিল। 'বঙ্গ' সেসকল জনপদেরই একটি। এই বিস্তৃত ভৌগলিক সীমায় গড়ে ওঠে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানা শাখা-প্রশাখা প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে মিলেমিশে একে অপরকে করেছে সমৃদ্ধ।'[১] দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ব্যতিত বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের অন্য সব দিকেই ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর থেকে প্রতীয়মান হয়, এই বাংলার স্থানীয় সংস্কৃতি কোনো ভিন্ন ধারা নয় বরং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার। নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন ভরতকৃত *নাট্যশাস্ত্রে* প্রাচীন বাংলার নাট্যপ্রবৃত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'প্রাচীন বাঙলার নাট্যপ্রবৃত্তি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভরতকৃত *নাট্যশাস্ত্রে*। এ গ্রন্থের প্রবৃত্তি-ব্যঞ্জক অধ্যায়ে অঞ্চলভেদে চতুর্বিধ 'বৃত্তি-আশ্রিত' নাট্যের কথা বলা হয়েছে।'[২]

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ পৌরাণিক অবদান হল *মহাভারত* ও *রামায়ণ*। এই দুই পৌরাণিক আখ্যান বা কাব্য স্থানীয় জনগণের ধর্মীয় ও মানবিক চাহিদা পূরণে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে এবং উক্ত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশে কাব্যদ্বয়ের ভূমিকা অনন্য। ব্যাসদেব বা বাল্মীকি মুনি হঠাৎ কল্পনাপ্রসূত বা অলীক কোনো ভাবনা থেকে উক্ত কাব্যদ্বয় রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন একথাও ভাবার অবকাশ নেই। পুরাণ কথা, গল্পের আহরণ, জীবনাচরণের প্রতিফলন, গ্রহণ-বর্জন দ্বারাই রচিত কাব্যদ্বয়। তাই বলা যায়, এই কাব্যদ্বয় একক কোনো লেখকের নয় বরং

*প্রভাষক, নাট্যকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সমগ্র জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সৃজন। আবার বাংলা ভাষার আদি নির্দশন চর্যাপদে পাই, 'বুদ্ধনাটকের' ইঙ্গিত।

'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।'

অর্থাৎ, বজ্রধর নৃত্যপর এবং দেবী সংগীত পরিবেশন করছেন, বুদ্ধ নাটকের পরিবেশনা এজন্য হল কষ্টসাধ্য। প্রাচীন বাংলার নাট্যরীতি কীরূপ ছিল, তা এই পদ থেকে অনুধাবন করা যায়। 'বুদ্ধনাটক' নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হতো।'[৩]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি যত হাজার বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তন্মধ্যে স্থানীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমাজ, জনগোষ্ঠী, প্রকৃতিকে বুঝতে হলে জানতে হবে এর নাট্য, গান, পালা বা আর যাই বলি না কেন। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলায় পরিবেশিত কৃষ্ণ বিষয়ক পরিবেশনা 'বাঘের সিন্নি'র আঙ্গিক, রীতি, কাঠামো প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের স্থানীয় নাট্যকলা নিয়ে বহুবিধ কাজ হয়েছে, হয়ে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলার অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা কীভাবে তার নাট্যকলার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে তা উদ্‌ঘাটন করা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের গবেষণায় বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ[৪] পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণার মৌলিক উৎস সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলায় পরিবেশিত 'বাঘের সিন্নি' পরিবেশনা। এছাড়া বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবেশনা শিল্পকলা, বাংলার স্থানীয় বা দেশজ নাট্যকলার ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা ও দেশজ নাট্যের অভিনয় রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেতে অন্যান্য গবেষকের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার গুরুত্ব

বাংলাদেশের সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী বহু পরিবেশনা আজ নানাবিধ হুমকির দ্বারপ্রান্তে। অসাম্প্রদায়িক এই বাংলায় বিভিন্নভাবে ধর্মীয় রং চড়িয়ে কিছু অসাধু মানুষ এ ধরনের হুমকি সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব এখানেই যে, হারিয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত অসাম্প্রদায়িক জনগণের বিনোদন ও বিশ্বাসের উৎসমূলের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনার একটি প্রামাণ্য দলিল এটি, যা পরবর্তিতে বিভিন্ন গবেষণার কাজে প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করি।

কৃষ্ণ বিষয়ক পরিবেশনার পরিচয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণ বিষয়ক বিভিন্ন পরিবেশনা হতে দেখা যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর, বৃহত্তর সিলেট জেলাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

এই ধরনের পরিবেশনা হতে দেখা যায়। পরিবেশনাগুলো হল- লীলা কীর্তন, কৃষ্ণ যাত্রা, সাজ কীর্তন, মণিপুরী রাসনৃত্য, রাসলীলা, নাটপালা, জন্মাষ্টমীর মিছিল, নৌকা বিলাস, সুখ কীর্তন, বাঘের সিন্নি ইত্যাদি। বাঘের সিন্নি নাট-গীত-অভিনয় রীতির অর্ন্তভুক্ত পরিবেশনা। নাটগীত রীতি একটি নৃত্য ও গীতপ্রধান পরিবেশনা রীতি। এই পরিবেশনায় একাধিক কুশীলবের অংশগ্রহণে নৃত্যযুক্ত সংলাপাত্মক গীত ও কাব্যের মুখ্য ব্যবহার এবং সংলাপাত্মক গদ্যের গৌণ প্রয়োগ করে চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে আখ্যান উপস্থাপন করা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[৫] এই রীতির পরিবেশনায় একাধিক অভিনেতা/অভিনেত্রী নৃত্য, গীত, সংলাপ এবং কিছু কিছু গদ্য সংলাপের সাহায্যে কাহিনির চরিত্রসমূহকে রূপ দান করেন।

বাঘের সিন্নি

বাঘের সিন্নি পরিবেশনা বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে দেখা যায়। আবহমান বাংলার একটি প্রাচীন পরিবেশনা হল বাঘের সিন্নি। সিলেটের হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ এলাকায় পৌষের রাতে শীতের একটি মূল আর্কষণ হল 'বাঘের সিন্নি' নামক এই পরিবেশনা। এখানে সাধারণ জন-জীবনের আচার-আচরণ, অঙ্গ-ভঙ্গি ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

পৌষের শীতে পাহাড় থেকে বাঘ নেমে আসে লোকালয়ে। বাঘের এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাধা, কৃষ্ণ ও বাঘ সেজে বাড়ি বাড়ি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, গান ও নাচের মাধ্যমে বর্ণনা করে ভিক্ষা সংগ্রহ করে সিন্নির ব্যবস্থা করা হয়। তাই এর নাম– বাঘের সিন্নি। এই পরিবেশনা সাধারণত পৌষ ও মাঘের শীতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাঘের সিন্নি পরিবেশনায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কুশীলবরাই অংশগ্রহণ করেন। মাঠ পর্যায়ে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার চক্রবর্তী বাড়ির উঠানে প্রত্যক্ষ করা বাঘের সিন্নির কুশীলবগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরিবেশনার সকল কুশীলবগণ পুরুষ তবে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণও দেখা যায়। যেহেতু স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ছাড়া এই পরিবেশনা হয় না, তাই বাঘের সিন্নি বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি পরিভ্রমণ এবং বাড়ির উঠানে পরিবেশিত হয়। বাড়ির উঠানে পরিবেশিত হয় বলে এর নির্দিষ্ট কোনো ভূমি পরিকল্পনা (Ground Plan) করা হয় না। এ পরিবেশনায় সব ধরনের দর্শকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যদিও রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করা হয় তথাপি এই পরিবেশনা হিন্দু, মুসলমান উভয় বাড়িতেই হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে নারী দর্শকের উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। শিশুরাও এই পরিবেশনাটি বেশ উপভোগ করে থাকে।

অঙ্গরচনা (Makeup)

বাঘের সিন্নির কুশীলবগণ অঙ্গরচনার (Makeup) ক্ষেত্রে মিনা সিন্দুর, জিঙ্ক অক্সাইড, পাউডার, জরি, নীল রঙ, নারিকেল তেল ও লিপস্টিক ব্যবহার করেন। কৃষ্ণ চরিত্রের জন্য নীল রঙের সাথে তেল মিশিয়ে মুখে মাখা হয় এবং তার উপর জরি ছিটানো হয়। রাধা চরিত্রের অঙ্গ রচনা করা হয় পাউডার ও মিনা সিন্দুর মিশিয়ে। এক্ষেত্রেও দেয়া হয় জরি । অঙ্গ রচনার পুরো বিষয়টিই সম্পন্ন করা হয় খুবই সাধারণ প্রসাধন ব্যবহার করে।

ছবি-০১: কৃষ্ণ ও রাধা চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতাদের অঙ্গরচনা

পোশাক ও অলঙ্কার

পোশাক ও দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে কৃষ্ণ চরিত্রে অভিনেতা ধুতি, রয়েল (জমকালো কারু কাজ করা কটি), কোমরবন্ধনী, মাথায় তাজ, ওড়না (লাল রঙের), মালা এবং বাঁশি ব্যবহার করে। পুরুষ অভিনেতা রাধা চরিত্রের রূপদানে পরিধান করে শাড়ি, ওড়না, তাজ ও মালা। বাঘের চরিত্রের অভিনেতা কাঠের তৈরি বাঘের মুখোশ ব্যবহার এবং পোশাকের ক্ষেত্রে অনেক সময় সাধারণ প্যান্ট, শার্ট আবার অনেক ক্ষেত্রে বাঘের চামড়ার মত ডোরাকাটা কোনো কাপড় পোশাক হিসেবে পরিধান করে।

ছবি-০২: মূল পালা পরিবেশনের পোশাক ও অলঙ্কার

অভিনেতা ও যন্ত্রীদল

বাঘের সিন্নিতে মূল আখ্যান পরিবেশন করে থাকেন মূল দুই গায়েন এবং বাঘের মুখোশ পরা একটি চরিত্র 'বাঘ' হঠাৎ উপস্থিত হয় পরিবেশনার মাঝে। তবে মূল পরিবেশনায় এই চরিত্র নির্মল আনন্দ প্রদান করা ছাড়া অন্য কোনো প্রভাব ঘটায় না। যন্ত্রীদলে থাকেন তিন জন। তারা খোল, হারমোনিয়াম ও করতাল বাজান।

ছবি-০৩: যন্ত্রীদল

আলোক ব্যবস্থা

আলোক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বৈদ্যুতিক বাতি অথবা হ্যাজাক বাতির আলোতে অনুষ্ঠিত হয় এই পরিবেশনা । তবে জানা যায়, পূর্বে হাতে তৈরি এক ধরনের বিশেষ বড় আকারের কূপি বাতির আলোতে এই পরিবেশনা হতো।

বাঘের সিন্নি পরিবেশনায় তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়, যা বাংলাদেশের দেশজ নাট্য পরিবেশনার কাঠামোর সাথে মিলে যায়। এগুলো হল- আখ্যান পূর্বভাগ, আখ্যান পরিবেশনা, প্যালা তোলা।

আখ্যান পূর্বভাগ

এখানে দেখা যায় খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম সহযোগে যন্ত্রবাদন। এটি যন্ত্রবাদন বা কনসার্ট নামে পরিচিত। এরপর শুরু হয় বন্দনা। বন্দনা করা হয় প্রথমেই মা কৈলাসপুরীকে । এরপর একে একে পার্বতী ও সরস্বতীকে স্তুতি করার মাধ্যমে শেষ হয় আখ্যান পূর্বভাগ ।

বন্দনাটি এরূপ-

প্রথমে বন্দনা করি স্বর্গ মা কৈলাশপুরী
দ্বিতীয়ে বন্দনা করলাম যথায় পার্বতী (।।)
একটু রাগ-রাগিনী দেও আমারে ঐ আসরে গান করি
কণ্ঠে বসে সরস্বতী, ললাটে ত্রিপুরারী, মুখে বসে চন্দ্র দেবতা তার সঞ্চয় করি।
এই আসরে কর কৃপা দুহাতে করি স্তুতি।

আখ্যান পরিবেশনা

বন্দনার পরই শুরু হয় মূল আখ্যান। এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা ভিত্তিক বিভিন্ন আখ্যান বা পালা পরিবেশিত হয়। যেমনঃ রাধা-কৃষ্ণের জলঘাটের কথা, কৃষ্ণের জন্য রাধার অপেক্ষা, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার পথরোধ প্রভৃতি ঘটনা গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানের সুর একইরকম থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি গান একই সুরে গাওয়া হয়। যেমনঃ কৃষ্ণের জলঘাটের কথা অংশে রাধা ও কৃষ্ণের কথোপকথন নিম্নরূপ-

কানাই রে কানাই উঠাও নিজ গুণে, দয়া বন্ধে
ও আমায় পার করিয়া দাও রে কানাই পার করিয়া দাও-
যোগ্য তোমায় পার করিতে নিবো আনা আনা
রাধে গো রাধে-
নিবো আনা আনা
এই নদী পার করিতে গো
আমি নিবো কানের সোনা গো রাধে
নিবো কানের সোনা
তুমি তো সুন্দর কানাই
কিন্তু ভাঙ্গা তোমার নাও
তুমি তো সুন্দরও কানাই
ভাঙ্গা তোমার নাও
কানাইরে কানাই ভাঙ্গা তোমার নাও।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে ঘটনা বা কাহিনি উপস্থাপন করে সিন্নির জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই থাকে মূল উদ্দেশ্য।

বাঘের আগমন

পালা চলাকালীন পরিবেশনা স্থানে বাঘের উপস্থিতি ঘটে এবং দর্শকের দিকে তেড়ে আসে, এতে দর্শকগণ আমোদিত হন। বাঘের এই আগমন মূল গায়েনগণের পরিবেশনায় বিঘ্ন ঘটায় যা পরিবেশনারই একটি অংশ। মূলত বাঘের আগমন ও বিঘ্ন সৃষ্টির তাৎপর্য হলো, সাধারণ মানুষের জনজীবনে নানাবিধ সমস্যার রূপক। গর্জন ও দর্শককে 'আক্রমণ' করার কিছু ক্রিয়া প্রদর্শন করে দর্শককে আমোদিত করে এই বাঘ। এসময় বাদ্যযন্ত্রীদল থেকে একজন এসে বাঁশ দিয়ে আঘাতের ভঙ্গি করে বাঘ তাড়ায়। বাঘের সিন্নি পরিবেশনার একটি মূল আর্কষণ হলো এই বাঘ। পরিবেশনাটি মূলত গানের সুরে সুরে হয়ে থাকে এবং প্রতিটি গানের পর পরই বাঘের উপস্থিতি ঘটে। এই বিঘ্ন সৃষ্টি এবং এর সমাধানের মধ্য দিয়ে পরিবেশনাটি এগিয়ে যায়। পরিবেশনার শেষের দিকে বাদ্যযন্ত্রীদলের মধ্য থেকে একজন এসে বাঘের সাথে চূড়ান্ত লড়াই করেন। এসময় হারমোনিয়াম ও করতালের উচ্চ সুর একধরনের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। বাঘকে পরাজিত করার নিয়ম হলো বাঁশ দিয়ে বাঘের পিঠে স্পর্শ করা। যতক্ষণ স্পর্শ করা যায় না ততক্ষণ লড়াই চলতে থাকে। এই লড়াই শেষে বাঘ পরাজিত হওয়ার পর বাঘ পালিয়ে যায় না বরং অনান্য শিল্পীদের সাথেই থাকে যেন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, বাঘকে পরাজিত করে রূপক অর্থে মানুষ তার বীরত্ব ও নিজ সমস্যা থেকে উত্তরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। তবে এখানে বাঘ হত্যা দেখানো হয় না। কারণ মানুষ যেন বাস্তব জীবনে প্রাণি হত্যায় উৎসাহী না হয়। এ সময় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা যায়।

ছবি-০৪: কাঠের তৈরি বাঘের মুখোশ

প্যালা তোলা

বাঘ পরাজিত হওয়ার পর গায়েনদ্বয় সমাপ্তি গীত করেন। এ সময় মূলত তারা দর্শকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। অভিনেতাগণ গান চলাকালীন দর্শকদের গলায় মালা পরিয়ে দেন এবং বিনিময়ে দর্শক অর্থ প্রদান করেন। আর এভাবেই পরিবেশনাটির সমাপ্তি ঘটে। মাঠ পর্যায়ে দেখা পরিবেশনার শেষ চরণগুলো ছিল-

রাধা-কৃষ্ণের গীত করি আজি সমাপ্তি
আমরা যে ভাই বাড়ি বাড়ি ঘুরি
ও গো শীতের বাঘেরে করি না ডর
আমরা শীতের বাঘেরে করি না ডর

ভাই গো গোলাভরা ধান দেখতে চমৎকার
ভাই গো পুকুর ভরা মাছ দেখতে চমৎকার।।

উপসংহার

বাঘের সিন্নি পালাটি মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ করে উপরোক্ত বিশ্লেষণটি করা হয়েছে। এই পালার সকল কুশীলবই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা, পার্বতীকে আহ্বান বা মা সরস্বতীর বন্দনায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী অভিনেতাগণ ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। একই চিত্র দেখা যায় দর্শকসারির হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ-শিশুর মাঝে। এখানে বিষয়ের ধর্ম-পরিচয় নয় বরং পরিবেশনা ছিল মুখ্য। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চায় জনজীবনের মানবিক চাহিদাই এর শক্তি। মানবিক ধর্মই সে জীবনের প্রবল অবলম্বন। 'সমাজবদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম।'[৬] আমাদের দেশজ পরিবেশনাসমূহে ধর্মের কথা আসলেও তা দিন শেষে মানবের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনাই করে থাকে। ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে বাঘের সিন্নি পালাটি অসাম্প্রদায়িক বাংলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর তাই দেখে আমরা মানুষকে মানুষ পরিচয়ে ভালোবাসার অনুপ্রেরণা পাই।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সাইদুর রহমান লিপন, 'লোকনাট্য, পরিচয় ও বিশ্লেষণ', *পরিবেশনা শিল্পকলা*, সম্পা. ইসরাফিল শাহীন (বাংলাদেশ: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ১৪৫

২. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুলাই ২০১৮), পৃ.১৭

৩. *তদেব* পৃ. ১৯

৪. মাঠ পর্যায়ে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার চক্রবর্তী বাড়ির উঠানে প্রত্যক্ষ করা 'বাঘের সিন্নি'র কুশীলবগণ পরিবেশনা এবং তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন। তাদের পরিচয় নিম্নরূপ-

আশরাফ উদ্দিন- কৃষ্ণ চরিত্রে রূপদান করেন এবং পেশায় স্থানীয় কবিরাজ। প্রায় ২৫ বছরেরও বেশি সময় যাবত এই পরিবেশনার সাথে যুক্ত আছেন। গুরু সুবোধ বাবু এবং কাশেম আলী।

আব্দুর রউফ- রাধা চরিত্রে রূপদান করেন এবং বিভিন্ন পালা গান করাই তার পেশা। প্রায় ১৫ বছরেরও বেশি সময় যাবত এই পরিবেশনার সাথে যুক্ত আছেন। গুরু সোনা মিয়া।

এছাড়া সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় গাওয়া কিছু গানের অংশবিশেষের অর্থ উদ্ধারে সহায়তা করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগের ছাত্র মো. এনামুল হাসান কাওছার।

৫. সাইদুর রহমান লিপন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

৬. *তদেব*, পৃ. ২৬৯

পরিশিষ্ট- ০১

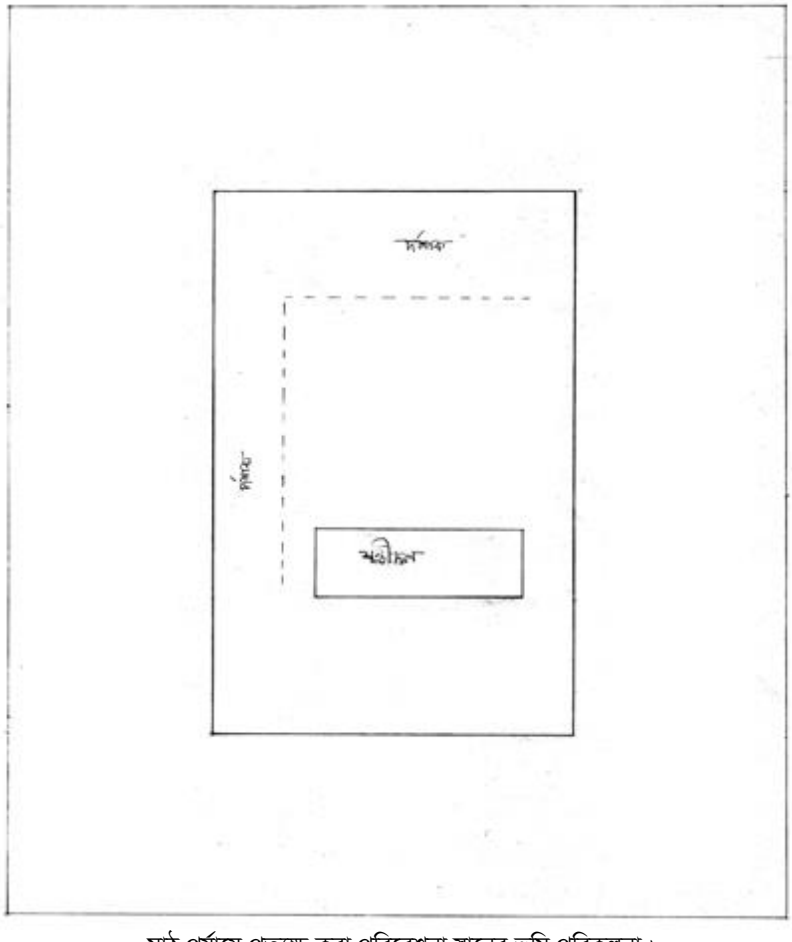

মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ করা পরিবেশনা স্থানের ভূমি পরিকল্পনা।